এই পথ চলা

শুজা রশীদ

আমেরিকাঃ পূর্ব থেকে পশ্চিমে - ৪

পরদিন র‍্যাপিড সিটি থেকে খুব ভোরে উঠে বেরিয়ে পড়লাম। পরবর্তি গন্তব্য ডেভিলস টাওয়ার ন্যাশানাল মনুমেন্ট। র‍্যাপিড সিটি থেকে এক শ' দশ মাইলের মত দূরত্ব। এটি একটি খুব বিখ্যাত এবং দর্শণীয় স্থান। এই এলাকার আকর্ষণীয় স্থানের লিস্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। বোস্টনে বসে এই যাত্রার যখন পরিকল্পনা করছিলাম তখনই বিশেষ করে ঠিক করে রেখেছিলাম ডেভিলস টাওয়ারে যাবোই।

এক্সপ্রেসওয়ে ৯০ ধরে ছুটে চলেছি পশ্চিমে, ডেভিলস টাওয়ারের দিকে। একটু পরেই লক্ষ্য করলাম দল বেঁধে মটরসাইকেল নিয়ে একই দিকে চলেছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। এতো পথ এসেছি সেই বোস্টন থেকে, কিছু মটরসাইকেল দেখেছি কিন্তু এই ধরণের ব্যাপক কিছু দেখিনি। চারদিকে নানা জাতের মটরসাইকেল আর তাদের নানা কিসিমের আরোহীতে একেবারে মেলা লেগে গেছে। আমি চলছি প্রায় এক শ' মাইল বেগে, তারা আমাকেও স্বাচ্ছন্দ্যে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

বাইকাররা স্টারজিস মহাসম্মেলনে যাচ্ছে দল বেঁধে

পথে একটা রেস্ট এরিয়াতে থেমে রেস্টুরেন্টে গিয়ে হোস্টেসকে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করতে সে রহস্য ফাঁস করল। প্রতি বছর সাউথ ডাকোটার স্টারজিস নামে একটি শহরে মোটরসাইক্লিস্টদের বিশাল সম্মেলন হয়। ১৯৯৭ সালের সম্মেলন তখন চলছে। রাস্তায় এতো যে বাইকার দেখেছি সবাই সেখানেই যাচ্ছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম সেখানে

কিভাবে যাওয়া যায়। সে মৃদু হেসে বলল, যেকোন একটা বাইকার দলের পিছু নাও। জায়গামত পৌঁছে যাবে। এখান থেকে বেশী দূরে নয়।

তার উপদেশ মত একটা বড় সড় বাইকার দলের পিছু নিলাম। র‍্যাপিড সিটি থেকে স্টারজিস মাত্র ত্রিশ মাইলের মত। অল্পক্ষণ পরেই বাইকারদের পেছন পেছন এক্সপ্রেসওয়ে থেকে Exi t নিয়ে স্টারজিসে ঢোকার পর আমার বিস্মিত হবার পালা।

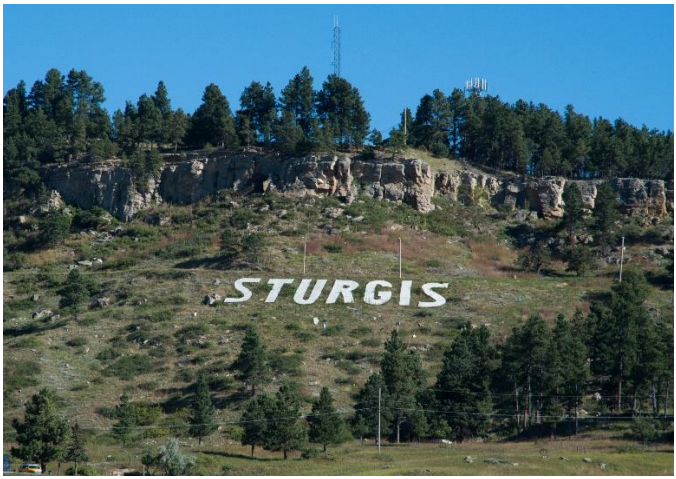

শহরটা ছোট কিন্তু চারদিকে হাজার হাজার বাইকারদের ভীড়ে মনে হচ্ছে একটা অদ্ভুত কোন জায়গায় এসে পড়েছি। পরে জানলাম বাইকারদের এই সম্মেলন প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। তারপর থেকে প্রতি বছর পালিত হয়। প্রায় অর্ধ মিলিয়ন বাইকাররা সেখানে আসে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে। নানা ধরণের প্রোগ্রাম হয় – বাইক রেসিং থেকে শুরু করে বাইক স্টান্ট।

বাইকারদের মটরসাইকেল র‍্যালি

অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম বাইকারদের মধ্যে প্রচুর মহিলা বাইকারও রয়েছে। পুরুষ-নারী সকলেরই পোষাক-আষাক এবং শরীরের টাট্টুর সমারোহ দেখে অনভ্যস্ত চোখ বিস্ফোরিত হতে পারে। মনে মনে একটু শঙ্কাই হচ্ছে। চারদিকে হাজার হাজার বাইকের মাঝখানে আমার টয়োটা করল্লা একেবারেই বেমানান। মানুষরাও সবাই শ্বেতাঙ্গ। মাত্র একজন দেখলাম কৃষ্ণাঙ্গ, একটা মটর শপে কাজ করছে। বাইকারদের মধ্যে কৃষ্ণাঙ্গ কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একটা গাড়ী নিয়ে একজন বাদামী বর্ণের মানুষকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে অনেকেই দেখলাম ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। নিশ্চয় ভাবছে বাইকারদের সম্মেলনে গাড়ি নিয়ে হাজিরা দেবার মত গর্দভটা কে।

এক পর্যায়ে লক্ষ্য করলাম একটা হেলিকপ্টার ঐ এলাকার উপরের দৃশ্য দেখাবার জন্য ফ্লাইট অফার করছে। হেলকপ্টারে এর আগে কখন চড়িনি। বেশ আগ্রহ নিয়ে খোঁজ নিতে গেলাম। পাইলট বলল প্রতি আরোহীর কাছ থেকে সে ৫০ ডলার করে নিচ্ছে। সেই সময়ে ৫০ ডলার একেবারে কম টাকা নয়। আমি মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। সেই সময় ভাগ্যচক্রে একটি টেলিভিশন ক্রু এসে হাজির হল। তারা দু'জন। তারা হেলিকপটারে উঠে ছবি নেবে। পাইলট আমাকে জানাল সে অর্ধেক মূল্যে আমাকে তাদের সাথে নিতে রাজী আছে। আমি ঝট করেই রাজী হয়ে গেলাম।

পাইলট আমাদেরকে নিয়ে শহরটার উপর বেশ কয়েকবার চক্কর দিল। বলার অপেক্ষা রাখে না উপর থেকে দেখলাম নীচে বাইকের সমুদ্র, যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই হাজার হাজার বাইক, চারদিকে কিলবিল করছে। আমি নিজে বাইক মোদী নই, জীবনে কখন চালাইনি, কিন্তু মানুষের আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে খুব মোহিত হলাম। পরে বুঝেছি এখানকার বাইকাররা শুধু বাইক চালায় না, এটাই হচ্ছে তাদের জীবন ধারা। অনেক বাইকাররা আবার নানা ধরণের অপরাধ চক্রের সাথে জড়িত। তারা ড্রাগ ব্যবসা এবং খুন খারাবীও করে থাকে। তবে অধিকাংশই হচ্ছে স্রেফ সখের বশে বাইক চালায় এবং বাইকার জীবন যাত্রা পছন্দ করে। তাদের চলন বলন, জামা-কাপড় সবই পৃথক। অনেককে দেখেই মনে হতে পারে যে তারা কোন হলিউডের ছবির ভিলেইন – যেমন দৈত্যের মত বিশাল তেমনি তাদের ভীতিকর চেহারা এবং লেবাস। সেখানে খুব বেশীক্ষন একা একা কাটাতে আমার সাহস হল না। হেলিকপ্টার রাইড থেকে নেমেই আমি গাড়ীতে উঠে স্টারজিস থেকে বেরিয়ে গেলাম। উঠলাম আবার এক্সপ্রেসওয়ে ৯০তে। স্টারজিস আমার প্ল্যানের মধ্যে ছিল না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হিসাবে খুবই অভিনব বলতে হবে। চিন্তাই করি নি যাবার পথে এই জাতীয় সম্মেলন দেখার সৌভাগ্য হবে।

যাইহোক, এবার আমার মূল গন্তব্যের দিকে রওনা দিলাম। ডেভিলস টাওয়ার। এখান থেকে ৮০ মাইলের মত দূরে।

ঘন্টা দেড়েক পর পৌঁছালাম ডেভিলস টাওয়ার ন্যাশনাল মনুমেন্টে। সেখানে যেতে হলে এক্সপ্রেসওয়ে ৯০ ছেড়ে স্থানীয় হাইওয়ে নিতে হয়। প্রায় ছাব্বিশ মাইলের মত পথ। কিন্তু ব্ল্যাক হিলে অবস্থিত এই স্থানটির সৌন্দর্য মনমুগ্ধকর। চারদিকের টিলার উপর মাথা উঁচিয়ে একটা মহীরুহের মত দাঁড়িয়ে আছে এই প্রাকৃতিক পাথরের টাওয়ার।

আসার আগেই অল্প বিস্তর পড়াশুনা করে এসেছি। এর নাম ডেভিলস টাওয়ার হবার পেছনে একটা ছোট ইতিহাস আছে। ১৮৭৫ সালে কর্নেল রিচার্ড আরভিং ডজের নেতৃত্বে একটি এক্সপেডিশন টিম টাওয়ারটির নেটিভ নাম ভুল অনুবাদ করে। তারা মনে করে এটার স্থানীয় নামের অর্থ 'মন্দ দেবতার টাওয়ার'। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ নেটিভ ইন্ডিয়ানরাই এটাকে ডাকে 'ভালুকের ঘর' কিংবা সেই জাতীয় নামে।

ডেভিলস টাওয়ার সমুদ্র সীমা থেকে ৫০০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। টাওয়ারটির উচ্চতা ১২০০ ফুটের মত। এটাই আমেরিকার প্রথম ন্যাশানাল মনুমেন্ট এবং খুবই জনপ্রিয় টুরিস্ট প্লেস। ক্লাইম্বারদের কাছেও এটি খুব জনপ্রিয় একটি স্থান। প্রতিবছর বহু মানুষ এই টাওয়ারের চূড়ায় ওঠে। ২০১৭ সালে ৮৬ বছরের একজন এই চুড়ায় উঠে রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। টাওয়ারটা বেশ খাড়া হলেও তার শরীর ঘিরে পাথরের উপর পাঁচ দশ ফুট পর পর প্রচুর খাজ আছে, যে কারণে এটার উপরে উঠতে ক্লাইম্বারদের সুবিধা হয়। কিন্তু এখানে ইদানীং কালের মধ্যে ২০১৭ তেই একজন ক্লাইম্বার উপরে ওঠার সময় নীচে পড়ে মারা যায়।

দেখলাম অনেক মানুষ জন তাদের পুরো পরিবার নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। পাথরের বড় বড় চাঙড় বেয়ে টাওয়ারের বেস পর্যন্ত ওঠা যায়। এই টুকুতেই সবাই খুব আনন্দ পাচ্ছে। আমিও কিছু বাচ্চার পেছন পেছন বেশ কিছুদূর উঠলাম।

সেখানে আরোও আধা ঘন্টা খানেক সময় কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সামনে এখনও অনেক পথ বাকী, অনেক কিছু দেখার বাকী। পরের গন্তব্য ইয়েলো স্টোন ন্যাশানাল পার্ক, ওয়াইওমিং।